জবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

সাংবাদিকসহ আহত ৩০ গুলি, ককটেল বিস্ফোরণ

সংবাদ : জবি প্রতিনিধি

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

জবিতে সংঘর্ষকালে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা -সংবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তার ও কমিটি নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। এরমধ্যে দৈনিক সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিও রয়েছেন। গতকাল বেলা ১২টা থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলে।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের নতুন কমিটি প্রত্যাশীদের সঙ্গে কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার পর বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তরিকুল-রাসেল গ্রুপ মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। নতুন কমিটি প্রত্যাশী কর্মীরা বাহাদুর শাহ পার্কের দিকে এবং তরিকুল রাসেলের কর্মীরা মূল ফটকের কাছে অবস্থান নেয়। তরিকুল রাসেলের

কর্মীরা এ সময় এলোপাতাড়ি কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এবং কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় হামলার শিকার হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বেশ কয়েকজন সাংবাদিকসহ ৩০ জন। এদিকে ঘটনার পর আশপাশের বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ এসে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে।

জানা গেছে, তরিকুল ওরফে দাদা গ্রুপের ৭ম ব্যাচের তরিকুল রিমন, ৯ম ব্যাচের লিখন, ৭ম ব্যাচের মাসুম বিল্লাহ, তৌসিফ মাহবুব সোহান. এস কে মিরাজ, শাহরিয়ার শাকিল, কম্পিউটার সাইন্স এর ফাহিম, মনোবিজ্ঞানের আবিদ আল হাসান, সমাজকর্ম ১২ ব্যাচের কিবরিয়া, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১৩ তম ব্যাচের ডেবিট, সাংবাদিকতা বিভাগের ১৪ তম ব্যাচের মুসা, মফিজুর রহমান হামিম, শাহরুখ শোভন, মিলন মাহফুজসহ প্রায় ৫০ জন হাতে রামদা, চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, হাতুড়ি, পিস্তল, শটগান নিয়ে হামলায় নেতৃত্ব দেয়।

অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক জয়নুল আবেদীন রাসেলের কর্মীদের মধ্যে ৫ম ব্যাচের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল, ৯ম ব্যাচের শাকিল, ফারুক, ৮ম ব্যাচের আলী হাসান, ৭ম ব্যাচের নাদিম, ৯ম ব্যাচের মারুফ, ৭ম ব্যাচের, আবদুল্লাহ আল মামুন কামরুল, ১০ ব্যাচের তানভীর, হাতে চাপাতি, কুড়াল, হকিস্টিক, হাতুড়ি, শট গান ও পিস্তল নিয়ে হামলার নেতৃত্ব দেয়। এ সময় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে রামদা দিয়ে আঘাত করা হয়

দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক রাকিবুল ইসলামের মাথায়। এছাড়াও মাথায় আঘাতের শিকার হন দৈনিক সমকালের লতিফুল ইসলাম, বিডি২৪ রিপোর্ট ডটকমের সানাউল্লাহ ফাহাদ, জয়নুল আবেদীনসহ ৭ জন সাংবাদিক। হামলা চলাকালে তারা বেশ কয়েকটি ককটেল ও আগ্নেয়াস্ত্রের এলোপাতাড়ি বিস্ফোরণ ঘটায়।

হামলায় আরও আহত হন সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আফসার, অনি, সাবেক সহ-সম্পাদক টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাউসার, সাদেক, এমরান, হাসানসহ মোট ৩০ জন। সে মুহূর্তে ক্যাম্পাসের আশপাশে বিভিন্ন স্থানে উভয় গ্রুপের শতাধিক নেতাকর্মী পৃথকভাবে অবস্থান নেয়। ফলে আশপাশের এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জবি ছাত্রলীগের স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ জয়নুল আবেদীন রাসেল বলেন, ক্যাম্পাসে কী হচ্ছে তা আমরা জানি না। এটা জানার কথা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের। কারা কী করছে সেটার দায় আমাদের উপর এখন বর্তায় না। এ সময় তিনি সাংবাদিকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। অন্যদিকে সভাপতি তরিকুল ইসলামকে ফোন দেওয়া হলে তিনি ফোন কেটে দেন। বিষয়টি নিয়ে জবি প্রক্টর নূর মোহাম্মদকে একাধিকবার ফোন দেয়া হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রেজোয়ানুল হক শোভন বলেন, সাংবাদিকদের উপর আঘাত অত্যন্ত

দুঃখজনক। তাদের (জাব ছাত্রলীগ) একবার স্থগিত করে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছি। এ ব্যাপারে তদন্ত করে কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যাবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ওসি জানান, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়াও যারা সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।